শনিবার | রেজিঃ রাজঃ ২৬৬ | গাইবান্ধা বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৫১ | ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা | ০৭ রমজান ১৪৪৬ হিজরি | পৃষ্ঠা ৪, মুল্য ৩ টাকা | ৮ মার্চ ২০২৫ ইং

দৈনিক মাধুকর
news portal: Madhukar.news www.emadhukar.com

"অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন
নারী ও কন্যার উন্নয়ন"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫

SKS

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ৮ মার্চ ২০২৫ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

অধিকার ও সমতার ভিত্তিতে হোক নারীর ক্ষমতায়ন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য "For ALL women and girls: Rights.Equality.Empowerment." বাংলায় "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন, নারী ও কন্যার উন্নয়ন।" প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। নারী-পুরুষ দুই-এর সমন্বিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। নারীর গর্ভেই সূচিত হয় আমাদের জীবন। তাই নারীর ক্ষমতা ও অবদানকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। শুধু জন্মের বিষয়টি মাথায় রাখলেই নারীকে মর্যাদা ও সম্মান জানানোর জন্য আলাদা কিছুর প্রয়োজন হয় না। নারীর অধিকার আদায়ে আন্দোলনেরও প্রয়োজন হয় না।

নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে- একথা যেমন ঠিক, তেমনি প্রযুক্তির উৎকর্ষতার এ যুগেও অনেক নারীকে পরনির্ভরশীল জীবনযাপন করতে হচ্ছে। আমাদের চারপাশে বহু নারী রয়েছেন, যারা নিজের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। নারীর উন্নয়ন আর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আবার এর বিপরীত চিত্রও আছে। কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে নারীর আত্মবিশ্বাসের অভাব 'আমি নারী তাই এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।' এ ধরনের মানসিকতা নারীকে পিছিয়ে দেয়। যদিও আজকাল এ মানসিকতার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলাদেশের নারী অগ্রগমনে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল স্তরে এখনও অনেক ব্যাপক। এর প্রধান কারণ পিতৃতান্ত্রিকতা, পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বিদ্যমান মূল্যবোধ। এ দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে নারী অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও অংশগ্রহণ জেন্ডারভিত্তিক অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের ভেতরে সম্পন্ন হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে নারীর প্রান্তিকতা ও পশ্চাৎপদতার প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের প্রয়াস যেমন উৎসাহব্যঞ্জক, নারী উন্নয়নে জাতীয় সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ ও তার সম্প্রসারণ তেমনি লক্ষণীয়। এসব নীতি ও আইন প্রণীত হলেও প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের অভাবে নারী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রমাগতভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছে। তবে এর পাশাপাশি নারীর ভাগ্যোন্নয়ন ও উত্তরণের লক্ষ্যে যে নারী আন্দোলন, জনসচেতনতা সৃষ্টি, এনজিও প্রচেষ্টা ও বৈশ্বিক প্রভাব অব্যাহত রয়েছে, তা অবশ্যই আশার সঞ্চার করে। বাংলাদেশে নারী অবস্থান, জেন্ডার ও নারীবাদী চিন্তা, মর্যাদা ও অধিকার, রাষ্ট্রের ভূমিকা, গ্রামীণ নারী ও ধর্মের আচ্ছন্নসম্পর্ক, আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব, গণতন্ত্রে নারী, নীতি শাস্ত্র ও লিঙ্গ বৈষম্য, সহিংসতার ধরন, স্থানীয় সরকার, গভর্ন্যান্স ও সিভিল সমাজে নারী অংশগ্রহণ, এনজিও কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এটা বলা যায় যে, বিভিন্ন সূচকে নারীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। তবে নারীর অধিকার, সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আরও তৎপর হতে হবে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রান্তিক পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। এসকেএস সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এসকেএস সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে নারীর সংশ্লিষ্টতা ঘটিয়ে নারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে "ভয়েস কল"- এর মাধ্যমে এসকেএস বন্যার পূর্বাভাস প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিচ্ছে। যা নারীদের উপকৃত হচ্ছে বেশি। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত ওয়াশ ব্যবস্থা স্থাপনের সাথে "ভেন্ডিং মেশিন" স্থাপনের মাধ্যমে এসকেএস নারী শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় কাজ করছে। টেলিমেডিসিন, অনলাইন আর্থ-সামাজিক জরিপ ও আবহাওয়ার তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এসকেএস ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে তার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে।

সমতাভিত্তিতে অধিকার, ক্ষমতায়ন ছাড়া নারীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার নারী-পুরুষের বৈষম্য বিদ্যমান রেখেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সভ্যতার বিকাশে যেমন নারী-পুরুষকে সমাধিকারেরভিত্তিতে কাজ করতে হবে। নতুন নতুন উদ্ভাবনে চাই নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্ব। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের চাওয়া হোক- নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন তথা সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে সকল নারীর সমাধিকারের প্রতি আমার শুভকামনা।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

নারীর সম-অধিকার, প্রতিদিন

সাহা দীপক কুমার

১৯০৮ সালে কর্মঘণ্টা কমিয়ে আনা, বেতন বৃদ্ধি এবং ভোটাধিকারের দাবিতে প্রায় ১৫,০০০ নারী নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছিল। মূলত এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আনুষ্ঠানিকভাবে নারী দিবস পালনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এই আন্দোলনের এক বছর পর আমেরিকার সোশ্যালিস্ট পার্টি সর্বপ্রথম জাতীয় নারী দিবস ঘোষণা করে।

জাতীয় পর্যায় থেকে দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পরিণত করার প্রথম উদ্যোগটি নিয়েছিলেন কমিউনিস্ট ও নারী অধিকার কর্মী ক্লারা জেটকিন। ১৯১০ সালে তিনি কোপেনহেগেনে কর্মজীবী নারীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রস্তাব দেন। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ১৭ দেশের ১০০ জন নারী প্রতিনিধির সকলেই তার প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং সুইটজারল্যান্ডে। আর ২০১১ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসেই দিবসটির শতবর্ষ উদযাপিত হয়। প্রতি বছর একটু একটু করে এগিয়ে ২০২৫ সালে আজ আমরা ১১৪তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছি । ২০২৫ এর প্রতিপাদ্য "For ALL women and girls: **Rights.Equality.Empowerment.**" বাংলায় 'অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন, নারী ও কন্যার উন্নয়ন'।

তবে ১৯৭৫ সালে, জাতিসংঘ কতৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন শুরু করার পর থেকে দিবসটির সব কিছু আনুষ্ঠানিক রূপ পায়। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটা প্রতিপাদ্য ঠিক করা হয়। "Celebrating the Past, Planning for the Future"। বাংলায় "অতীতের উদযাপন, ভবিষ্যত ঘিরে পরিকল্পনা" এই প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে দিবসটি পালন করে ।

সারাবিশ্বের মানুষ এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ৮ মার্চকে নারী দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সংক্ষেপে IWD বলা হয়ে থাকে। শ্রমিক আন্দোলন থেকেই উদ্ভূত হয় নারী দিবসের ধারণা। পরবর্তীতে দিনটি জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায় এবং প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ধারণাটি যখন ক্লারা উত্থাপন করেন, তখন তিনি নির্দিষ্ট কোনো তারিখ উল্লেখ করেননি। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের আগ পর্যন্ত দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায়নি বলেই উল্লেখ রয়েছে বিবিসির প্রতিবেদনে। সে সময়ে রাশিয়ায় প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নারীদের ধর্মঘট শুরু হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার। আর গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে এই দিনটি ছিল ৮ মার্চ। পরবর্তীতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৮ মার্চকেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই আন্তর্জাতিক নারী

দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। চীনের অনেক স্টেটে কাউন্সিলের বিবেচনায় ৮ মার্চ নারীদেরকে অর্ধেক দিনের ছুটি দেওয়া হয়।

ইতালিতে দিনটি নারীদের ফুল দেওয়ার মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ফুলের শুভেচ্ছা জানানোর এ ঐতিহ্যের উৎপত্তি অস্পষ্ট। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এটি রোমে শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্চ মাসকে নারীদের ইতিহাসের মাস বলে মনে করা হয়। প্রতিবছর আমেরিকান নারীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণাপত্র জারি করেন ৮ মার্চ।

আফগানিস্তান, ইরান, ইউক্রেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অনেক দেশে নারীরা তাদের নিজ নিজ দেশে যুদ্ধ, সহিংসতা এবং সরকারি নীতি পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করে গেছেন এবং এখনও করছেন। আফগানিস্তানে ফের তালেবান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানে নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও চাকরি নিষিদ্ধ করা হয়; এমনকি বাড়ির বাইরে যেতে হলেও বৈধ পুরুষ সঙ্গী নিয়ে যাওয়ার নিয়ম জারি করে তালেবান সরকার। ইরানেও নারী অধিকারের বিষয়টি সম্প্রতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ঠিকভাবে হিজাব না পরার অভিযোগে ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনিকে গ্রেপ্তার করে তেহরানের নৈতিকতা বিষয়ক পুলিশ। এরপর পুলিশি হেফাজতেই তার মৃত্যু হলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। সেই বিক্ষোভে নারীরা নিজেদের মাথার স্কার্ফ বা হিজাব খুলে, আগুনে পুড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সেই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন ইরানের পুরুষরাও।

শুধু মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেই নয়, পশ্চিমের অনেক দেশেও অধিকারের জন্য এখনও লড়ছেন নারীরা। জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বজুড়ে যে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, অপুষ্টি, দারিদ্র্য এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার সৃষ্টি হয়েছে, তার সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হলো নারী। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোতে সম্প্রতি নারীদের গর্ভপাতের অধিকার নিয়েও চলেছে বেশ হট্টগোল।

বাংলাদেশের অবস্থাও হতাশাব্যাঞ্জক। এখনো নারীদের জন্য নিরাপদ শৌচাগারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ট্রেন-বাসসহ নানা স্থানে নারী ও কন্যাশিশুরা ধর্ষণের শিকার হয়। বাড়ি থেকে বের হয়ে স্কুল-কলেজ বা কর্মস্থলে যেতে গণপরিবহন তাদের জন্য একটা আতঙ্কের নাম। বাল্যবিবাহের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান সারা বিশ্বে অষ্টম এবং দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনসূত্রে প্রথম আলোর খবর বলছে, কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকারের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শুধু আফগানিস্তানের ওপরে।

গবেষণা, সমীক্ষা আর সূচকে দেশে নারীর প্রতি বৈষম্যের যে ছবি, তা অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক ও বেদনাদায়ক। আমরা মনে করি, নারীর সম-অধিকার প্রতিদিনের বিষয়, জরুরি বিষয়। শুধু ৮ মার্চ নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করে, বছরের বাকি ৩৬৪ দিনও জেন্ডার সমতা ও নারীর অধিকারের কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। কারণ, নারীর জন্য বিনিয়োগ মানে দেশ ও জাতির জন্য বিনিয়োগ। মূলত, বিদ্যমান বাধাবিপত্তি পেরিয়ে আগামী দিনগুলোতে নারীর সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তার জন্যই নারী দিবসের এখনও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন নারী ও মানবাধিকার কর্মীরা।

নারী আজও বৈষম্যের শিকার

রিক্তু প্রসাদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস অধিকাংশ দেশেই সাংবাৎসরিকভাবেই এখন পালন করা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবছর একটা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়। একটা শ্লোগানকে সবাই কণ্ঠে এবং কণ্ঠ থেকে অন্তরে ধারণের চেষ্টা করে। এবারে নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন নারী ও কন্যার উন্নয়ন"। দুঃখজনক হলেও সত্য ২০১০ সালে নারী দিবস ঘোষণার শতবর্ষ পার হলেও এখনো দেহ ও মনে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করার সুযোগ ও ন্যায় বিচারের নিশ্চয়তা বিশ্বের বেশিরভাগ নারীর জীবনেই নেই। বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী আজও বৈষম্যের দায় বহন করে চলছে। জন্মের প্রাক্কালে ভ্রূণহত্যা থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ, পাচার, যৌন নিপীড়ন, যৌতুকের কারণে অত্যাচার, আইনের সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অনায়াসে চলাচল, ন্যায্য মজুরি, প্রজনন অধিকার সবটাতেই বৈষম্য ও বঞ্চনা নারীর জীবনে নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথে, নারীর বিকাশের পথে অসংখ্য বাধা, পথ চলতে বিড়ম্বনা, সমান কাজ করেও সমান মজুরি না পাওয়ার যন্ত্রণা নারীকে প্রতিদিন ভোগ করতে হয়।

একজন নারী প্রতিনিয়ত সংসারের কাজে অংশগ্রহণ করে কিন্তু তার কাজের স্বীকৃতি নেই। কাজের মর্যাদা নেই, পারিশ্রমিক নেই উপরন্তু এ সকল কাজকে তাচ্ছিল্য করা হয়। স্বীকৃতিহীন, মর্যাদাহীন, পারিশ্রমিকহীন কাজের নাম গৃহস্থালি। বেতনভুক্ত গৃহকর্মীর কাজের আর্থিকমূল্য বিবেচিত হয়; কিন্তু গৃহকর্মের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ হয় না। সমকাজে সমমজুরি নেই, পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার নেই, হিন্দু নারীদের পিতা-মাতার সম্পত্তিতে অধিকারই নেই, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত বিশাল নারী সমাজের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নেই, নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। অথচ মানব সভ্যতার শুরু থেকে সব কাজেই নারীর সমান অংশগ্রহণ ছিল। নারী জীবনের এ এক নির্মমতা যে নারী অধিকারের, নারী স্বাধীনতার ইস্যুটি প্রান্তিক ইস্যুই থেকে গেল। অনেকে নারী অধিকারের বিষয়টি ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে বিবেচনা

করলেও আদতে নারীমুক্তির ইস্যুটি শুধুমাত্র বিশেষ গোষ্ঠীর (নারী সমাজের) নয়, এটি মানব সমাজের সকলের ইস্যু।

আমাদের দেশে এমন কোনো নারী খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যে জীবনে কোনোদিন নিপীড়িত হওয়ার ভয় পায়নি? কন্যার শিশু বেলা হতে প্রৌঢ়কাল অবধি কোনো না কোনো সময় সামান্য 'পদ শব্দেই' চমকে উঠেছে কী এক আশঙ্কায়! যেকোনো সময় আমার এই শরীরটা আক্রমণের শিকার হতে পারে এই ভীতি বা শঙ্কা নারীর জীবনের স্বাধীনতা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। গৃহে, বিদ্যালয়ে, পথে-ঘাটে কোথাও নারী নিরাপদ নয়। অত্যাচার, দুর্ঘটনা, হত্যা, আগ্রাসন, সন্ত্রাসী আক্রমণ আমাদের নারীর জীবনের বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের যে গ্রহণযোগ্যতা আজ কম-বেশি দেশে দেশে মান্যতা পেয়েছে, তার ইতিহাস একদিনের নয়। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই নারীর ওপর পুরুষের সহিংস আধিপত্য হাজার হাজার বছরের। কত নারীর কত কোটি যন্ত্রণা ও বেদনার ইতিহাস অলিখিত, অশ্রুত রয়ে গেছে! সেই সাথে কত নারীর প্রতিবাদ-ক্ষোভ-লড়াইয়ের কাহিনীও অজানাই রয়ে গেছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এই দিবস পালনের মধ্যে যতটা বাগাড়ম্বর দেখা যায়, ততটা যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তা অনেকের মধ্যেই বাস্তবে নেই। অন্তরে অন্তরে আমরা অসামাজিক পশ্চাৎপদ মানসিকতা লালন ও ধারণ করি বেশি। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বের দেশে দেশে নারীর মানবাধিকার নানাভাবে লঙ্ঘনের ঘটনাও অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ব বাজার ব্যবস্থায় চেতনে বা অবচেতনে নারী অনেক ক্ষেত্রেই পণ্যে পরিণত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের চিন্তা-চেতনা আর কর্পোরেট দুনিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাঝে নারীর মানবাধিকার আদায়ের প্রশ্নটা ক্রমশ দ্বন্দ্ব-সংকুল হয়ে উঠছে। ক্ষেত্র বিশেষে শিশুর হাতে লজেন্স দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতোই নারীর সামনে অসংখ্য অগ্রগতির ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। বাস্তবে সমতার প্রশ্নে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। সেইসাথে পাল্লা দিয়ে অধিকাংশ দেশেই বাড়ছে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির নারীবিদ্বেষী প্রচারণা। সেখানেও নারীসমাজকে চেতনে-অবচেতনে অন্ধকারকেই পরম বাতিঘর হিসেবে মনে করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

সমাজ-সভ্যতা অনেক এগিয়েছে; সেই এগোনোর পথেই যেন নারীরা পিছিয়েছে। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন নারীর সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষিত নারীর সংখ্যা তেমন বাড়েনি। ফলে এখনো পুরুষদের অঙ্গুলিহেলনে নারীদের চলতে হয়, নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এজন্য নারীদেরকে শিক্ষিত ও সচেতন হতে হবে। প্রতিবাদী হতে হবে। কেননা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলনের মাধ্যমেই নারী দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

একজন 'শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী'

প্রদীপ রায়

হোসনে আরা বেগম সাধারণ কাপড়কে রঙিন ছাপ ও পুঁতির কারুকাজে আকর্ষণীয় করে তোলেন। পিছিয়ে পড়া ও অবহেলিত তিন শতাধিক নারীকেও তিনি বুটিক শিল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার পথ করে দিয়েছেন। এই শিল্পকর্ম শুধু তাঁর হাতের কাজ নয়, বরং তাঁর সংগ্রাম, সাহস ও স্বপ্নের প্রতিফলন। এক সময়ের নির্যাতিত নারী থেকে আজ তিনি সফল উদ্যোক্তা। স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে 'জয়িতা' সম্মাননা। বিভাগীয় পর্যায়ে হয়েছেন 'শ্রেষ্ঠ অদম্য নারী'।

হোসনে আরার জন্ম গাইবান্ধার বল্লমঝাড় ইউনিয়নের উত্তর ধানঘড়া গ্রামে। শৈশব থেকেই সংগ্রামের জীবন তাঁর। ২০০৬ সালে মাধ্যমিক পাশের পরই বিয়ে হয়ে যায় পারিবারের চাপে। তবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে তিনি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে স্বামীর সাথে চলে যেতে হয় ঢাকায়। আবার স্বামীর মাদকাসক্তি, পরকীয়া ও সহিংসতার কারণে সংসারও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বন্ধ হয়ে যায় লেখাপড়া। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন তিনি। এক পর্যায়ে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেন। নির্যাতন বেড়ে যায় আরও। বাধ্য হয়ে তিনি ৩ মেয়েকে নিয়ে ফিরে আসেন শ্বশুর বাড়িতে। সংসারের টানাপোড়েন কাটাতে গোপনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বুটিক প্রশিক্ষণে ভর্তি হন হোসনে আরা।

প্রশিক্ষণ শেষে হোসনে আরা সার্টিফিকেট পান। এই খবর পেয়ে স্বামী বাড়িতে আসেন। স্বামী রাগান্বিত হয়ে সার্টিফিকেট ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পুকুরের জলে ফেলে দেন। এ দৃশ্য দেখে হোসনে আরা ও তাঁর মেয়ে নীরবে চোখের জল ফেলেন। এই ঘটনা হোসনে আরার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে।

তিনি ভাবতে থাকেন, প্রথমে স্বামী তাঁর পড়াশোনার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। আর এবার তাঁর সার্টিফিকেট ছিঁড়ে আয় করার পথও রুদ্ধ করে দিল! অর্থাৎ স্বামী কখনোই তাঁর মঙ্গল চায়নি এবং চায়ও না। মন শক্ত করে হোসনে আরা সিদ্ধান্ত নেন, তিনি আর এই সংসার করবেন না। ২০২২ সালে স্বামীর সংসার ছেড়ে দেন তিনি। এবং নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্বপ্ন কুটির'। জীবন শুরু করেন নতুনভাবে।

হোসনে আরা বেগমের একাগ্রতা ও কঠোর সাধনার ফলে 'স্বপ্ন কুটির'- এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বাড়তে থাকে হোসনে আরার দক্ষতার খ্যাতিও। কাজের গুণগত মান দেখে এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর Recovery and Advancement of Informal Sector Employmenঃ (RAISE) প্রকল্প তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। ২০২৩ সালের জুন মাস। নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশন হোসনে আরাকে যুক্ত করে RAISE প্রকল্পের সাথে। হোসনে আরা যুক্ত হন নির্বাচিত কিছু নারীকে বুটিকের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে। RAISE প্রকল্পের আওতায় হোসনে আরার প্রশিক্ষণে ৪ জন প্রান্তিক যুব নারী ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাবলম্বী হয়েছে। বর্তমানে আরও ২ জন নারী তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। হোসনে আরারও দিন বদলাতে শুরু করেছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন হোসনে আরার জীবন সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরে উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে। ৯ ডিসেম্বর ২০২৪। বেগম রোকেয়া দিবসে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তাঁকে 'জয়িতা' পুরস্কারে ভূষিত হন হোসনে আরা। তারই সূত্র ধরে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়েও স্বীকৃতি পান তিনি।

হোসনে আরা চান তাঁর ৩ মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলতে। আর 'স্বপ্ন কুটির'কে নারী জাগরণের কেন্দ্রে পরিণত করতে। তিনি প্রমাণ করেছেন, আত্মপ্রত্যয় আর পরিশ্রমের মাধ্যমে যেকোনো বাধা জয় করা যায়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারী উন্নয়নের প্রথম সোপান

উম্মে কুলসুম ইলা

নিজেকে যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, নিজের স্বপ্নকে ছোঁয়ার জন্য অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমরা নারী সমতার কথা বলি, অধিকারের কথা বলি, সামনে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলি- এ সবকিছুর মূলেই রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

১৯৬০ এর দশকের শেষভাগে সূচনা হয়েছিল নারী আন্দোলনের; যা ১৯৮০ এর দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ জাগরণ গোটা বিশ্বে একটা বড় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। আশির দশক পার হয়ে নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও নারী এগিয়েছে অনেক দুর। পুত্র সন্তানের পাশাপাশি এখন কন্যা সন্তানকেও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে। উভয়ের জন্যই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বার এখন অনেকটাই উন্মুক্ত। এখন শিক্ষা, কর্মে, সংস্কৃতিতে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে নারীও। কিন্তু এতদুর আসার পরও নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি কি মিলেছে? পেয়েছে কি নারী তার পূর্ণ স্বাধীনতা? পেয়েছে কি মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার?

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর থেকে পরিবারে পুরুষের কর্তৃত্ব দেখে বড় হতে থাকে। পরিবারে যেহেতু বাবাই আয়ের একমাত্র বা প্রধান উৎস, সেহেতু তার মাধ্যমেই পরিবার পরিচালিত হয়। খুব কম পরিবারই আছে যেখানে নারীর ইচ্ছা, চিন্তা বা মূল্যবোধের অধিকারকে মূল্যায়ন করা হয়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এমন একটি বিষয় যার মধ্যে স্বাধীনতা ও অধিকার নিহিত থাকে। আর্থিকভাবে সচ্ছল নারী-পুরুষ উভয়ই এই স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করার অধিকার রাখে। তবে সেই প্রাচীন কাল থেকেই আর্থিক সচ্ছলতার দিক থেকে নারী অনেকটাই পিছিয়ে। কারণ জন্মের পর থেকেই পুরুষনির্ভর সমাজব্যবস্থায়ই শিশুরা বড় হয়ে ওঠে এবং মনে-প্রাণে তারা এটাকেই লালন করে।

নারীর সচ্ছলতার মূল হলো আত্মকর্মসংস্থান বা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা। পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারীরা আজ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, প্রশাসন, সমাজসেবী, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে দারুণ প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী নিজের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতির চাকাও সচল করছে। পরিবারে একজন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নারীকে সবাই যেমন সম্মান করে, তেমনি তাকে নিয়ে গর্ববোধও করে। পাশাপাশি নারী নিজেও তার আত্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও মেধাশক্তিকেও কাজে লাগাতে পারে।

স্বল্পশিক্ষিত কিংবা লেখাপড়া না জানা নারীরাও কিন্তু তার অবস্থান থেকে অর্থনৈতিক মুক্তি চায়। গৃহপরিচারিকা থেকে শুরু করে দিনমজুর, গার্মেন্টসকর্মীও তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য কাজ করে। যদিও এসব কাজে নানা বৈষম্যকে মোকাবিলা করেই নারীকে টিকে থাকতে হয়। নারীকর্মীরা পুরুষকর্মীর চেয়ে বেশি মনোযোগী ও পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কম পারিশ্রমিক দিয়ে কাজ করানো হয়। তাই গার্মেন্টস শিল্পে নারীকর্মীর চাহিদা বেশি। কার্যক্ষেত্রে পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ বিক্রয় হয় সস্তায়। Gender Pay Gap Statistics ২ এর তথ্যমতে, পুরুষের তুলনায় নারী গড়ে ১৬% কম আয় করে। আমেরিকান এসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি উইমেন এর তথ্যমতে পুরুষ যেখানে ১ ডলার আয় করে নারী সেখানে আয় করে মাত্র ৮৪ সেন্ট। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব কলেজ এ্যান্ড এমপ্লয়ার্সের গবেষনায় দেখা যায়, নারী-পুরুষের গড় বার্ষিক বেতনের ব্যবধান ১৮.৪%। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বেগম রোকেয়া দুঃখের সঙ্গে বৈষম্যের এই কথাগুলোই লিখে গেছেন। এতগুলো বছর পর অর্থনৈতিক এ বৈষম্যের চিত্র ঠিক কতটা পরিবর্তন হয়েছে?

নারী ও উন্নয়ন বলতে এমন একটি উন্নয়ন তত্ত্বকে বোঝায় যা সামাজিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নারীর চাহিদা ও ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং উন্নয়ন উদ্যোগের বিভিন্ন দিকগুলোতে লিঙ্গ বৈষম্য মোকাবেলা করে ও লিঙ্গ সমতা প্রচার করে। নারীর প্রতি বৈষম্য ঘোচানোর প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে তার উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে জেন্ডার বাজেটে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার তথ্য উঠে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ মন্ত্রনালয়গুলোর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অর্থের অভাব, ধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, অধিকার বিষয়ে নারীর অসচেতনতা ইত্যাদি। নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যখনই কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তখনই এই প্রতিবন্ধকতাগুলো সামনে এসে বাধা সৃষ্টি করেছে। তবে প্রতিবন্ধকতাগুলো যেহেতু চিহ্নিত করা গিয়েছে, তাহলে সেগুলো থেকে উত্তরণের পথও সরকারকেই বের করতে হবে। প্রতিবন্ধকতাগুলো দুর করতে সরকারের উদ্যোগগুলোর প্রতিফলন থাকতে হবে বাজেটে। এর পাশাপাশি বাজেটে বরাদ্দের পরিমান বাড়াতে হবে এবং উদ্যোগগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেটার মনিটরিং ব্যবস্থাও শক্তিশালী করতে হবে। মূল সমস্যা হলো, নারীর জন্য পরিকল্পনা করার সময় সমন্বিত একটি পরিকল্পনা দেয়া হয়না; ফলে বাজেট থাকলেও তার বাস্তবিক প্রয়োগের অভাবে এর সুফল আমরা ভোগ করতে পারি না।

নারী শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে থাকলেও কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে যাচ্ছে নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে। সরকারিভাবে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীর আর্থিক সচ্ছলতার জন্য প্রয়োজন তার কর্মস্থলের পরিবেশের উন্নয়ন। কর্মস্থলে পৃথক পরিচ্ছন্ন বাথরুম, মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন, সংখ্যা বৃদ্ধি ও সুব্যবস্থাপনা- এগুলো কর্মজীবি নারীর প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব নয়; এ সবকিছু তার অধিকার। করোনাকালীন সময়ে প্রচুর নারী উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। এই নারী উদ্যোক্তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বিনা খরচে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋন এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ২০১৫ - ২০২০ পর্যন্ত প্রতিবছর গার্মেন্টস খাতে কর্মী বেড়েছে ১% হারে। এ সময় পুরুষ কর্মী ৪% হারে বাড়লেও নারী কর্মী কমেছে ০.৭% হারে। সর্বত্র প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা থাকায় পিছিয়ে পড়ছে নারীরা। তাই টিকে থাকতে গেলে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে অর্থনীতির যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে নারীর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তা পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। প্রথমত বিদ্যমান অর্থনীতি নারীর কাজের বা আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে পারছে না। তবে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াটাই মুখ্য নয়। সুযোগ কোন কাজেই লাগবে না যদি না তার ব্যবহার করা যায়। তাই দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হলো সক্ষমতার, যেটির অভাব রয়েছে আমাদের দেশের নারীদের। আমাদের সমাজে যে সুযোগগুলো অর্থনীতিতে রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করার মতো কোন উপায় বা ক্ষমতা

নারীদের থাকেনা। অর্থনৈতিক অবস্থানই সমাজে ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণ করে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের ফলেই সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। আর তাই বর্তমানে এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও যেসব নারী বিচ্ছিন্নভাবে সাফল্য অর্জন করছে, অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করছে, তারাও মুক্তি পাচ্ছে না পুরুষতন্ত্রের অন্যায় থেকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জালে আটকে যাচ্ছে নারীদের স্বাধীনতা ও সাফল্য। নিজের অধিকার পাওয়ার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ ঘরে এসে তা দিয়ে যাবে না। যা দিতে পারে অর্থনৈতিক মুক্তি। নারীদের মুক্তি দিতে হলে, তাদের উন্নয়ন ঘটাতে হলে তাদের দিতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক মুক্তিই একমাত্র পারে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে। এর সাথেই চলে আসবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মুক্তি।

মূলত অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাই নারী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। সমান অধিকার নিয়ে বেচে থাকার জন্য নারীর অর্থনৈতিক মুক্তিটা জরুরি। নারীদের যোগ্যতা আছে; কিন্তু মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। অন্যে কি ভাবছে সেটি বাদ দিয়ে নিজের কিভাবে ভালো হবে সেটিকে উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে। পড়তে হবে, আইন সম্পর্কে জানতে হবে, নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া নারীর চলার পথ কখনো সহজ হবে না।

বিভিন্ন দিবস উদযাপনকালে বহুল ব্যবহৃত একটি উক্তি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। সেটা হচ্ছে, স্বীকৃতির জন্য আলাদা কোন দিবসের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, নারীদের স্বীকৃতির বেলায় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কেবলি উপমা সর্বস্ব। সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেসের তথ্য মতে, পুরুষের ১ ডলারের বিপরীতে নারীর আয় ১৯৬৩ সালে ছিল মাত্র ৫৯ সেন্ট, ২০১০ সালে ৭৭ সেন্ট, ২০২৪ সালে ৮৪ সেন্ট। বালুঘড়ির মতো এই অগ্রগতি বজায় থাকলে নারী-পুরুষ আয় সমতায় পৌছবে ২০৫৬ সালে। তাই বছরের প্রতিদিন তো বটেই, নারী দিবসে আরো জোরালোভাবে হিসেবের খাতাটা মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

সম্পাদক: কে এম রেজাউল হক, প্রকাশক: রাসেল আহম্মেদ লিটন কর্তৃক এসকেএস প্রিন্টার্স, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত ও সাবেক বিজেএমসি ভবন, শনিমন্দির রোড, গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত।
সার্কুলেশন: ০১৭০১৭৬৪৮৩০, e-mail: dailymadhukar@gmail.com